বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায় ? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে নিষ্কামভাব-প্রাপ্তির হেতু যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই নিষ্কামভাব প্রাপ্তিটি কিন্তু বহুকাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ-বর্ণিত "বৃক্ষমূল নিষেচনে শাখাপল্লবাদির সন্তোষ হইয়া থাকে"—এই নীতি অবলম্বনে স্বতন্ত্রভাবে অতি সত্বর একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষেই সর্ব্বধর্ম্ম-প্রাপ্তির হেতুটি এবং নিষ্কামভাব-সিদ্ধির সাধ্যরূপ (ফলস্বরূপ) হৃদয়ের জড় চেতনের গ্রন্থিচ্ছেদনের উপায়টি কর্মানুষ্ঠান-বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

১১।৩।৩৭ শ্লোকে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

হে রাজন! যে জন অতি সত্বরই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ দুইটি হইতে অতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি (দেহাহঙ্কার) ছেদনের ইচ্ছা করেন, তিনি কিন্তু স্বরূপতঃই অন্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্রোক্ত অর্থাৎ আগমশাস্ত্রে বর্ণিত উপায়ে এবং "তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্"—এই শ্লোকে "চ" কার উল্লেখ থাকার জন্য বেদোক্তবিধি প্রকারে আরাধ্যতম কেশবকে অর্চ্চন করিবে। অন্য দেবতার প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিবার জন্য "বিধিনোপচরেৎ দেবম্"—এই শ্লোকে 'কেশব' পদের বিশেষণ রূপে 'দেব' পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ "মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাম্" ১০।১০।৪ অধ্যায়ের এই প্রমাণানুসারে শ্রীবিষ্ণুই সকল দেবতার মূলস্বরূপ। অতএব, তাঁহার উপাসনা করিলেই সকল দেবতার উপাসনা করা হয় ; অন্য দেবতার প্রতি আরাধ্যবুদ্ধি রাখিবে না। যেমন উপক্রমে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার কথা বলা হইয়াছে, তেমনি উপসংহার-বাক্যেও শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথাই বলিয়াছেন— "হে রাজন্! আমি যে প্রকারে বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্চ্চনার কথা বলিলাম, এইপ্রকারে অগ্নি, সূর্য্য, জল প্রভৃতিতে এবং অতিথি ও নিজহৃদয়ে যে জন পরমাত্ম শ্রীভগবানকে উপাসনা করে, সে অচিরাৎ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। "যজেদীশ্বর মাত্মানং" শ্লোকটি ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীমান্ আবির্হোত্র যোগীন্দ্র বিদেহ মহরাজকে বলিয়াছেন॥ ৬৩॥

অগ্রে চ ব্যতিরেকমুখেন, ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ। তেষাম-শান্তকামানাং কা নিষ্ঠা 'বিজিতাত্মনামিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরম্—মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ